13

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 7 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম 2

সরকারের আচরণের পরিবর্তন না হলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জন প্রোভিসি নিয়োগ দিলেও কাজ হবে না —বিরোধী দল

সংসদে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রোভিসি'র বিধান সম্বলিত সাতটি বিল পাস

সংসদ রিপোর্টার ঃ গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রোভাইস চ্যান্সেলরের বিধান সম্বলিত সাতটি বিল পাস হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, পঁচিশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ছিল আজ সেই সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। বাজেটও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। প্রশাসনিক কাজকর্মও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আইন সংশোধন জরুরী হয়ে পড়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা বলেন, এই বিলগুলোতে সরকারকে অগাধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই আইনের ফলে সরকার ইচ্ছা করলে যতখুশী ততজনকে প্রোভিসি মনোনীত করতে পারবেন। দলীয়করণের মানসিকতা থেকে এই বিল আনা হয়েছে। সরকারের আচরণের পরিবর্তন না হলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জন প্রোভিসি নিয়োগ করা হলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না।

ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে নির্ধারিত সময়ের ৩৫ মিনিট পর গতকাল সংসদের অধিবেশন বসে। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপন হয়। এই সময় বিরোধী দলের কোন সদস্য সংসদ কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। আইন প্রণয়ন কার্যাবলী শুরু হলে বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ কক্ষে আসেন। বিলের উপর একজন সরকারী দলের সদস্য, বিএনপি'র ২৩ জন সদস্য, জাতীয় পার্টির ২ জন সদস্য এবং জামায়াতের ১ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। যে সাতটি বিল কণ্ঠভোটে পাস হয়েছে সেগুলো হচ্ছে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল '৯৮, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল '৯৮, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল '৯৮, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল '৯৮, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল '৯৮, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল '৯৮ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল '৯৮।

বিলগুলোর উপর যারা আলোচনা করেছেন তারা হলেন—বিএনপি'র মশিউর রহমান, আলমগীর কবির, মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদ, জিয়াউল হক জিয়া,

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

সরকারের আচরনের পরিবর্তন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, গৌতম চক্রবর্তী, সামসুল আলম প্রামাণিক, আবুল কালাম আজাদ ছিদ্দিকী, ফজলুল আজিম, জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, সারোয়ার জামাল নিজাম, খায়রুল এনাম, সৈয়দ মেহেদী আহমদ রুমি, শাহ আবুল হোসাইন, শহিদুল ইসলাম মাস্টার, মোজাহার হোসেন, আলমগীর মোঃ মাহফুজুল্লাহ ফরিদ, আলহাজ্ব শামসুদ্দিন আহমদ, নাজিম উদ্দিন আলম, মুজিবুর রহমান সারোয়ার, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, গাজী মোহাম্মদ শাহজাহান ও আ ন ম এহসানুল হক মিলন, জাতীয় পার্টির ডঃ আসাদুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং আওয়ামী লীগের আবদুল লতিফ মির্জা।

সাতটি বিলের উপর আলোচনাকালে জনাব মশিউর রহমান বলেন, এই বিলগুলোর মাধ্যমে সরকারকে অগাধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই বিল পাস করলে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যত শিক্ষক আছেন ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে প্রোভিসি করতে পারবেন। আজ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই বিল সরকার পাস করিয়ে নিলেও কালই যখন বিরোধী দলে যাবেন তখন বুঝবেন কত খারাপ কাজ তারা করে গেলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ধর্ষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যদি সরকার প্রোভিসির সংখ্যা বাড়াতে চান তবে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, ধর্ষণকারীকে এ সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দিয়েছে। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতীর পায়ের নীচে পবিত্র কোরআনের আয়াত প্রতিস্থাপনের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কখনো এই ঔদ্ধত্য মেনে নেবে না।

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী সেক্যুলার শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষা চালুর উপর বিশেষ জোর দেন। ডঃ আসাদুর রহমান প্রোভিসি মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের দাবী জানান। জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, যে শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কথাই মানেন না, এই বিল পাস হলে সেই শিক্ষামন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা বহুগুণে বেড়ে যাবে।

জনাব সামসুল আলম প্রামাণিক বলেন; দলীয়করণের নগ্ন প্রথায় বিশ্বাসী এ সরকার দলীয় স্বার্থেই একাধিক প্রোভিসির বিধান করতে চায়। তিনি বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল ধর্ষণকারীদেরকে প্রধানমন্ত্রী স্পেশাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মিঃ গৌতম চক্রবর্তী বলেন, গোটা শিক্ষাঙ্গনই এখন সন্ত্রাসকবলিত। জনাব আবুল কালাম আজাদ ছিদ্দিকী বলেন, সকল সন্ত্রাসীই এখন সরকারের আশ্রয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্রলীগের সোনার ছেলেদের হাতে খাতা-কলম না দিয়ে সুন্দরী ছাত্রীদের তুলে দিয়েছিলেন। জনাব জিয়াউল হক জিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা হয়েও জাহাঙ্গীরনগরের জঘন্যতম ঘটনার নিন্দা করেননি। জনাব সারোয়ার জামাল নিজাম বলেন, জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনা শুধু দেশে নয়, বিদেশেও আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে।

জনাব খায়রুল এনাম বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সরকার ধর্ষণের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। তিনি এ সরকারের আমলে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের কলঙ্কজনক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, বাহাত্তুরের পরীক্ষার দুর্নাম যেমন এখনো ঘুচানো যায়নি, তেমনি এবারের এ দুর্নামও ঘুচানো যাবে না; এ পরীক্ষাকে মানুষ এসএসসি বা এইচএসসি পাস না বলে 'এসকে সাদেক পাস' বলবে। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর ব্যর্থতা তদন্ত করার জন্য অবিলম্বে সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবী জানান।

জনাব শহিদুল ইসলাম মাস্টার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ সরকারের আচরণের পরিবর্তন না হলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে '৫০ জন প্রোভিসি নিয়োগ করা হলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। জনাব নাজিম উদ্দিন আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগ একটার পর একটা কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটাচ্ছে। শাহ আবুল হোসাইন বলেন, এই সরকার তাড়াতাড়ি বিদায় না নিলে শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের জনাব আবদুল লতিফ মির্জা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আর কোন সন্ত্রাস নেই। সুষ্ঠুভাবে চলছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

বিরোধী দলের বক্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অত্যন্ত ভাল।